দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

বিজ্ঞান প্রযুক্তি সহযোগিতা চুক্তি

গত শনিবার বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি। এর ফলে দুই দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযুক্তি উন্নয়নের মিলিতভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। বিজ্ঞানী সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের মাধ্যমে বিজ্ঞান বিকাশে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখিতে সক্ষম হইবেন। এই চুক্তির মধ্য দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার একটি আইনগত ভিত্তি তৈয়ার হইয়াছে। চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ মঈন খান এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সফররত সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা। ইহাকে একটি আদর্শ চুক্তি বলিয়া আখ্যায়িত করেন ক্রিস্টিনা রোকা। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, অন্য কোন দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের চুক্তি এটাই প্রথম। অর্থাৎ বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো অনুরূপ কোন চুক্তি স্বাক্ষর করে নাই। ডঃ মঈন খান এই চুক্তিটিকে নূতন প্রজন্মের এবং প্রয়োজনভিত্তিক চুক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের দেশেই কাজের সুযোগ সৃষ্টি হইবে বলিয়া তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সন্দেহ নাই, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতার এই আদর্শ চুক্তি ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার সুসম্পর্কের পরিচয় বহন করে। বর্তমান দুনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক অগ্রসর দেশ। দেশটি নেতৃত্ব দিয়া চলিয়াছে বিশ্ব সমাজের। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও আমেরিকার অগ্রসরতা সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়ন প্রয়াসী দেশের সহিত বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা চুক্তির তাৎপর্য সহজেই অনুধাবনযোগ্য। নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান সভ্যতার নিয়ামক, উন্নয়ন অভিযাত্রার চালিকাশক্তি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে প্রগতির মূলসূত্র। সত্য বলিতে কি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে আমরা এখন অনেক পিছনে। আমাদের দেশে উদ্যমশীল, মেধাবী এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ কম নাই। কিন্তু, প্রয়োজনীয় সুযোগ এবং উপায় উপকরণের অভাবে তাহা কাজে লাগানি প্রায়শই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। নিজ দেশে মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগাইবার যথাযথ সুযোগ না থাকার কারণেই অনেক সময় মেধাবীরা বিদেশে চলিয়া যান। কেহ কেহ বিষয়টিকে মেধা পাচার বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, মেধাবী তরুণ-তরুণীরা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন করে। কিন্তু, শিক্ষা সমাপনান্তে দেশে ফিরিয়া আসেন না কাজের সুযোগ নাই বলিয়া। বিদেশে অবস্থান করিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে আমাদের অনেক মেধাবী সন্তান দৃষ্টিগ্রাহ্য অবদান রাখিয়া যাইতেছেন। অন্যদিকে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রটি এখনও পর্যন্ত সুবিকশিত হইয়া উঠে নাই। এইখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রও যথেষ্ট প্রসারিত নয়। অথচ দেশের মজবুত উন্নয়ন কাঠামো বিনির্মাণে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের কোনো বিকল্প নাই। সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতায় গতি সঞ্চার ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। আর এই উৎপাদনশীলতার জন্যই প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার। সময়ের দাবী মিটাইতে পারে এরূপ দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণ। দেশ ও জনগণের সার্বিক উন্নতি বিধানের নিমিত্ত গবেষণার মাধ্যমে নিজস্ব প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তার সর্বোত্তম প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনই প্রয়োজন উন্নত বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির আমদানী। ইহাকে কাজেও লাগাইতে হইবে। আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল কাজ দেখাইতে সক্ষম হইলেও সামগ্রিক বিচারে তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, ইহার বড় কারণ উপায় উপকরণের অভাব। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পৃথিবী বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে। এইক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যথেষ্ট অগ্রসর নই, যদিও বিকাশের অমিত সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ওয়াশিংটনের সহিত ঢাকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার বিষয়টি নূতন আশার সঞ্চারক। ইহা একটি আমব্রেলা চুক্তি, যাহা ব্যাপক সহযোগিতার আইনগত ভিত্তি তৈয়ার করিয়াছে। এই চুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া নানামাত্রিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার দিগন্ত উন্মোচন সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ধারায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, তথ্য যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রে এই চুক্তি অভিঘাত সঞ্চারিত করিয়া যাইবে বলিয়া ধারণা করা যায়। ফলতঃ সুযোগ সৃষ্টি হইবে জাতীয় অর্থনীতির মজবুত ভিত রচনার। ■